রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য আওয়ামালীগ নিরীহ হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলা করছে। তিনি অবিলম্বে হিন্দু সম্প্রদায়ের হামলার ঘটনা তদন্তে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবী জানিয়ে বলেন, এর মাধ্যমে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের ঘৃণ্য রাজনৈতিক খেলা বেরিয়ে আসবে। ব্যারিস্টার নজরুল ক্রসফায়ারের নামে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড বন্ধের দাবী জানিয়ে বলেন, যারা এমন মানবতাবিরোধী কাজ করছেন তাদের মনে রাখা উচিত একদিন তাদের এজন্য বিচারের মুখোমুখী হতে হবে।

যাত্রা শুরু হলো

হলেন। যোগ দিলেন

রুশনারা প্রতিষ্ঠিত চ্যারেটি ক্রআপরাইজিংস্ব এর প্রতিষ্ঠাতা প্যাট্রন হিসাবে। অন্যদিকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন হয়েছেন এর অন্যতম এ্যাম্বাসেডর। ২৭ জানুয়ারী, সোমবার পার্লামেন্টের স্পীকার হাউসে তাদের প্যাট্রন এবং এ্যাম্বাসেডর হিসাবে যোগদানের ঘোষণা এবং বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে আপরাইজিংস্ব এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে।

শ্যাডো এডুকেশন মিনিস্টার এবং বেথনালগ্রীণ এন্ড বো আসনের এমপি রুশনারা আলী হচ্ছেন ক্রআপরাইজিংস্ব এর কোণ্ডফাউন্ডার এবং চেয়ারম্যান। সোমবার হাউস অব কমন্সের স্পীকার রাইট অনারেবল জন বারকো এমপিস্বর স্বাগত ভাষনের মধ্যে দিয়ে স্পীকার হাউসের স্টেইট রুমে ক্রআপরাইজিংস্ব এর উদ্বোধন ঘোষনা করা হয়। মিনিস্টার ফর সিভিল সোসাইটি নিক হার্ড এমপি এবং শ্যাডো এডুকেশন সেক্রেটারী ট্রিস্ট্রাম এমপি এতে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে আরো বেশ কজন সেক্রেটারী, মিনিস্টার, শ্যাডো মিনিস্টার, এমপি, আপরাইজিং এ্যাম্বাসেডর, ফান্ডার, ট্রাস্টিসহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন, লিবডেম লীডার নিক ক্লেগ, লেবার লীডার এড মিলিব্যান্ড ভিডিও ম্যাসেজের মাধ্যমে আপরাইজিং এর প্যাট্রন হওয়ার ঘোষণা দেন এবং সংগঠনের সাফল্য কামনা করেন।

আজ থেকে ৫ বছর আগে অর্থ্য ২০০৮ সালে থিংক ট্যাংক ক্রইয়ং ফাউন্ডেশনেরস্ব একটি অনন্য প্রজেক্ট হিসাবে ক্রআপরাইজিংস্ব এর যাত্রা শুরু হয়। ২৭ জানুয়ারী, সোমবার থেকে একটি স্বতন্ত্র চ্যারিটি হিসাবে এটি যাত্রা শুরু করলো। আপরাইজিংস্ব এর মূল লক্ষ্য হচ্ছেছ তরুণদের মধ্যে লীডারশীপের যোগ্যতাকে বিকশিত করা। সমাজের বিভিন্ন সুযোগ থেকে বঞ্চিত ক্রহোয়াইট ওয়ার্কিং ক্লাস, ব্ল্যাক এন্ড এথনিক মাইনোরিটি এবং শারীরিকভাবে অক্ষমস্ব মেধাবী তরুণরা হচ্ছেছ এর টার্গেট গ্রুপ।

আপরাইজিংস্ব সমাজের এই অংশের ১৯ থেকে ২৫ বছরের তরুণগুতরুণীদের লীডারশীপ ডেভেলাপমেন্ট, মিডিয়া, সোশাল একশন ক্যাম্পেইনিং স্কীল ডেভেলাপমেন্ট (সামাজিক উদ্দোগের জন্য উদ্বুদ্ধকরন), পাবলিক স্পিকিং ইত্যাদি বিষয়ে ট্রেনিং দিয়ে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করে। এটি ৯ মাসের একটি পার্ট টাইম কোর্স। ট্রেনিং এর পর আপরাইজিংস্ব তরুণদের একটি সংগঠিত নেটওয়ার্কিং পোগ্রামের অধীনে মূলধারার রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, সিভিল সোসাইটিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ করিয়ে দেয়। ২০০৮ সালে ইয়ং ফাউন্ডেশনের একটি প্রজেক্ট হিসাবে ইস্ট লন্ডনে কাজ শুরুর পর ক্রআপরাইজিংস্ব এ পর্যন্ত ৪৫০ জন তরুনগুতরুণীকে ট্রেনিং দিয়েছে। ট্রেনিং পোগ্রামের পর এদের মধ্যে ৬৬% তাদের কমিউনিটিতে ক্রসোশাল একশন ক্যাম্পেইনেস্ব নেতৃত্ব দিয়েছেন। বিপরীতে সারা দেশে গড়ে এই সংখ্যা মাত্র ২৯%। সার্ভেতে দেখা গেছে প্র্যাকটিক্যাল লীডারশীপ এক্সপেরিয়েন্স, চাকুরীর পাবার যোগ্যতা বৃদ্ধি, ভাল নেটওয়ার্ক আপরাইজাম্বরদের এই সাফল্যের পিছনে কাজ করেছে। ৯৬% তরুণ তাদের বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধিতে ক্রআপরাইজম্ব উলেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে বলে উলেখ করেছেন। ক্রআপরাইজিংস্ব এর কার্যক্রম লন্ডন ছাড়াও ২০১০ সালে বার্মিংহামে, ২০১১ সালে বেডফোর্ডে, ২০১২ সালে ম্যানচেষ্টারে বিস্তৃত করা হয়। পর্যায়ক্রমে এটি সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী রাইট অনারেবল ডেভিড ক্যামেরন এমপি স্বতন্ত্রভাবে ক্রআপরাইজিংস্ব এর যাত্রা উপলক্ষে এক বিবৃতিতে তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ক্রগত কয়েক বছর ধরে সংগঠনটি এদেশের সুযোগ বঞ্চিত জনগোষ্ঠির তরুণদের লীডারশীপ যোগ্যতা বৃদ্ধিতে অসাধারন কাজ করে যাচ্ছেছ। এই সংগঠনের মূখ্য আদর্শের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বৃটেনের জন্য আর হতে পারে না। আর সেই আদর্শ হচ্ছেছ, তুমি কোথায় জন্ম গ্রহন করেছ অথবা তোমার পিতামাতা কে, তা কোন বিবেচ্য বিষয় নয়, বিবেচ্য হচ্ছেছ তুমি কে এবং তুমি আমাদের দেশের জন্য কী করতে যাচ্ছছ। এই আদর্শই আমাদের দেশের জন্য দরকার এবং ক্রআপরাইজিংস্ব এই আদর্শের ভিত্তির উপরই দাঁড়িয়ে আছে। এজন্য এর প্যাট্রন হিসাবে যোগ দিতে পেরে আমি গর্বিত। উপ-প্রধানমন্ত্রী রাইট অনারেবল নিক ক্লেগ এমপি বলেন, ক্রআমাদেরকে এমন একটি সমাজ সৃষ্টি করতে হবে যেখানে জন্মগুপরিচয় নির্বিশেষে সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত হয়। সঠিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রাপ্য চাকুরী নিশ্চিতের জন্য তরুণদের সাপোর্ট দিতে হবে। আমি চাই বৃটেনের সকল জনগোষ্ঠির তরুণরা তাদের সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করুক এবং তাদের লোকাল কমিউনিটির উন্নয়নে সহায়তা করুক। ক্রআপরাইজিংস্ব এই বিষয় নিয়ে কাজ করে বলেই আমি এর প্যাট্রন হয়েছি।

বিরোধীদলের নেতা রাইট অনারেবল এড মিলিব্যান্ড এমপি বলেন, পরবর্তী জেনারেশন তার অতীত জেনারেশনের চেয়ে ভাল ও এটাই হচ্ছেছ বৃটেনের প্রতিশ্রুতি। আর এটা তখনই সম্ভব যখন সবার সমান সুযোগ নিশ্চিত হয়। নেটওয়ার্ক এবং সুযোগের অভাবে অনেক তরুনগুতরুণী পিছনে পড়ে থাকে আর বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্তরা এগিয়ে যায়। আপরাইজিংস্ব এটা পরিবর্তনের জন্য কাজ করছে এবং এর প্রতি আমার পূর্ণ সাপোর্ট রয়েছে। ২০২০ এর কেবিনেটে ক্রআপরাইজিংস্ব এর কাউকে দেখতে পেলে আমি বিশেষভাবে আনন্দিত হবো। আপরাইজিং এর চেয়ার এবং এর কোণ্ডফাউন্ডার শ্যাডো এডুকেশন মিনিস্টার রুশনারা আলী এমপি বলেন, যখন এদেশের প্রায় ১ মিলিয়নেরও বেশী তরুণ বেকার, সামাজিক গতিশীলতা যখন মারাত্মক চ্যালেঞ্জ তখন এই প্রজেক্ট তরুণদের সামনে লীডারশীপ পজিশনে যাবার এবং তাদের কমিউনিটিতে ক্রসোশাল একশন ক্যাম্পেইন (সামাজিক উদ্দোগের জন্য উদ্বুদ্ধকরন) পরিচালনার সুযোগ এনে দিয়েছে। আমি আশা করি আগামী দিনগুলোতে সকল কমিউনিটির শত শত তরুণ রাজনীতি, সিভিল সোসাইটি এবং প্রাইভেট সেক্টরের প্রভাবশালী স্থানগুলোতে জায়গা করে নিবে আর এর মাধ্যমে এদেশের রাজনীতি, মিডিয়া, ব্যবসাসহ সর্বত্র তীব্রভাবে আকড়ে রাখা একটি ক্ষুদ্র এলিট গোষ্ঠির কতৃত্বের অবসান ঘটবে।

অহেতুক শক্তি ক্ষয়

নিয়েও ভাবছেন দলের নীতিনির্ধারকরা। তবে তাদের আন্দোলনের লক্ষ্য একটাই, তাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী অবৈধ সরকারের পতন। সেটা কিভাবে হবে শিগগির দলের নীতিনির্ধারকরা সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। অহেতুক শক্তি ক্ষয় না করে বর্তমান প্রতিকূল পরিবেশে ধৈয্যের সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্যও নেতাকর্মীদের প্রতি শীর্ষ পর্যায় থেকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে দলটির নেতাদের বিরুদ্ধে দেয়া রায় ও দন্ড কার্যকরের প্রতিবাদে এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ব্যাপক সহিংস আন্দোলন গড়ে তোলে দলটির নেতাকর্মী ও সমর্থকরা। সহিংস আন্দোলন নিয়ে তীব্র সমালোচনা ও বিতর্কের মুখে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদের অভিযোগ তুলে দলটির রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি তোলা হয় সরকারি দলসহ বিভিন্ন মহল থেকে। তবে দলটির নেতারা বলছেন, জামায়াত সব সময়ই শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী। কিন্তু সরকারই তাদের প্রতি সহিংস আচরণ করছে। জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীদের বাড়ি-ঘর এমনকি হাসপাতাল থেকে ধরে নিয়ে হত্যা, গুম ও নির্যাতন করা হচ্ছে। তাদের সাংবিধানিক অধিকার হরণ করা হচ্ছে।

সূত্রগুলো জানায়, উচ্চ আদালতে নিবন্ধন অবৈধ ঘোষণার পর মুক্তিযুদ্ধে দলটির বিতর্কিত ভূমিকা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এর আগে ট্রাইব্যুনাল দলটিকে অপরাধী সংগঠন হিসেবে রায় দেয়। দলের নেতাদের বিরুদ্ধে দেয়া কয়েকটি রায়েই জামায়াতকে পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী হিসেবে উলেখ করা হয়। পরে দলটির নিবন্ধন বাতিল করে নির্বাচন কমিশন। মুক্তিযুদ্ধের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধের ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনাসহ কয়েকটি অভিযোগ তদন্ত করছে ট্রাইব্যুনাল। খুব শিগগির দলটির বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর সরকার দলটি নিষিদ্ধ করে দিতে পারে। এ ব্যাপারে দলটির নেতারা বলছেন, গণতান্ত্রিক ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে সরকার যদি বাকশালের মতো একদলীয় শাসন কায়েম করতে চায়, তাহলে ভিন্ন কথা।

জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধের প্রসঙ্গে দলটির কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও সাবেক এমপি হামিদুর রহমান আযাদ যুগান্তরকে বলেছেন, জামায়াতকে নিষিদ্ধ করা হবে অবিচার, অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক। জামায়াত সংবিধানের কোনো ধারা কিংবা শর্ত লংঘন করেনি। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পন্থায় এ ফ্যাসিবাদী ও স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে দেশে সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। অথচ সরকার স্বৈরাচারী কায়দায় জামায়াত-শিবিরসহ বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের ওপর চরম নিপীড়ন চালাচ্ছে। এতে এ সরকার চরম ফ্যাসিবাদী সরকার হিসেবে দেশে-বিদেশে পরিচিত হয়ে উঠেছে। সংসদীয় রাজনীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার ক্ষেত্রে সব সময় সোচ্চার ছিল জামায়াত। তিনি বলেন, কোনো জঙ্গিবাদী কর্মকান্ডেও জামায়াত বিশ্বাস করে না এবং জড়িতও ছিল না। অথচ জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীদের মিথ্যা অভিযোগে নির্বিচারে গ্রেফতার, নির্যাতন ও হত্যা করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগকে জঙ্গিবাদী, সন্ত্রাসী ও সাম্প্রদায়িক সংগঠন উলেখ করে জামায়াতের এ নেতা বলেন, রামুর বৌদ্ধ বিহারে হামলা, বিশ্বজিৎকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা এবং সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করতে গিয়ে যারা ধরা পড়ছে তাদের সবাই আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর নেতা, কর্মী ও সমর্থক। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন নতুন সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রসঙ্গে হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, এ সরকার সম্পূর্ণ অবৈধ। এ অবৈধ সরকারের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে তাদের প্রতিবাদ ও আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে আন্দোলনের পরবর্তী কৌশল ঠিক করা হবে। সরকারের সব ষড়যন্ত্র তারা আন্দোলনের মাধ্যমেই প্রতিহত করে এ সরকারের পতন ঘটাবেন।

জামায়াতের সঙ্গে জোট কৌশলগত- বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার এমন বক্তব্য প্রসঙ্গে হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, কৌশলগত বিষয়টি কি সেটা বিএনপির চেয়ারপারসনই ভালো জানেন। তবে দেশে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ধারা ফিরিয়ে আনতে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতেই বিএনপিসহ দেশপ্রেমিক শক্তিগুলোর জোট হয়েছে। এ জোটের শক্তি দুর্বল করার জন্য আওয়ামী লীগ দীর্ঘদিন থেকেই ষড়যন্ত্র চালিয়ে আসছে। চরমভাবে এ সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘন ও দেশ পরিচালনায় ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে দেশ অনিশ্চয়তার দিকে চলে যাচ্ছে। সেজন্যই দেশের মানুষের জীবন-মান উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য দেশপ্রেমিক শক্তিগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে ৫ জানুয়ারির নির্বাচন বয়কট করেছে। এ প্রহসনের নির্বাচনে জনগণ বর্তমান সরকারকে ম্যান্ডেট দিয়েছে কিনা সেটা ভবিষ্যতে জনগণই ঠিক করবে।

হিন্দুতে ড. চ্যাটার্জির

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিএনপি ও জামায়াতের মনোভাব ও কৌশল মূল্যায়ন করা হয়েছে। এতে বিএনপি-জামায়াতের সমালোচনার পাশাপাশি এটাও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, আওয়ামী লীগের প্রভাবশালীরাও হিন্দুদের সম্পদ গ্রাস করেছে। আবার যুদ্ধাপরাধের বিচারেও তারা গড়িমসি করেছিল। শাহবাগের তরুণ প্রজন্মের আন্দোলনের পরেই কেবল তারা গুরুত্বের সঙ্গে এই বিচারে মনোযোগী হয়েছে।

ওই নিবন্ধে বলা হয়েছে, 'আওয়ামী লীগ শাসনামলে দলটির প্রভাবশালী ব্যক্তিরা নিয়মিতভাবে হিন্দুদের সম্পদ ও বাস্তুভিটা নিয়মিতভাবে কেড়ে নিয়ে থাকেন। তবে সংখ্যালঘুদের ওপর পদ্ধতিগতভাবে আক্রমণ চালানো দলটির নীতি নয়। তবে একই কথা তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ বিএনপি ও জামায়াতের ক্ষেত্রে খাটে না। তারা নিয়মিতভাবে হিন্দুদের জান ও মাল উভয়ের প্রতি হুমকি হয়ে থাকে। তাই হিন্দুরা কেন গভীর সমুদ্রে প্রেত দেখতে পায় সেটা অনুভব করা কষ্টসাধ্য নয়।'

ওই নিবন্ধের লেখক ড. গার্গা চ্যাটার্জি কলকাতা থেকে এমবিবিএস করার পরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেছেন। বর্তমানে তিনি ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি)-তে গবেষক হিসেবে কর্মরত।

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশে বাঙালি হিন্দু শীর্ষক নিবন্ধে ড. গার্গা চ্যাটার্জি আরও লিখেছেন, হিন্দুরা ঐতিহ্যগতভাবে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে থাকে। যে কোন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য জানমালের নিশ্চয়তা গুরুত্বপূর্ণ। তবে হিন্দুরা এবারে মনে হচ্ছে একূল-ওকূল (আওয়ামী লীগ ও বিএনপি) দু'কূলেরই আনুকূল্য হারিয়েছে। কিছু এলাকায় তারা ভোটকেন্দ্রে গিয়েছে বলেই বিএনপি-জামায়াত কর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। আবার অন্য কিছু এলাকা যেখানে আওয়ামী লীগের সরকারি মনোনায়নেই হিন্দু প্রার্থী দাঁড়িয়েছে সেখানে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীরা হিন্দু ভোটারদের টার্গেট করেছে। গত কয়েক বছর ধরে একটা অস্বস্তিকর প্রবণতা ফুটে উঠেছে যে, স্থানীয়ভাবে 'ধর্মনিরপেক্ষ' আওয়ামী লীগার এবং সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদী জামায়াতের কর্মীদের মধ্যকার ব্যবধান ঘুচে যেতে শুরু করেছে।'

ওই নিবন্ধে আরও উলেখ করা হয় যে, 'বর্তমান জামায়াত নেতৃত্বের বেশির ভাগই একাত্তরে খুন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও জবরদস্তি ধর্মান্তরিতকরণের সঙ্গে জড়িত। উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইস্যু সাধারণত জনগণের স্মৃতিতে বেঁচে থাকে। একাত্তরের এই বিচারের ইস্যুটি বাংলাদেশের মানুষের মনে যথেষ্ট জাগরূক। আওয়ামী লীগ বিচার নিয়ে গড়িমসি করছিল। এ অবস্থায় শাহবাগের তরুণদের আন্দোলন দানা বাঁধে। সরকার তাদেরই চাপে এই বিচার গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতে অনেকটা বাধ্য হয়।'

ইসলামি দল

হলো। বিদেশি ও দলের অভ্যন্তরীণ চাপেই বিএনপি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। আর একা আন্দোলনের ক্ষেত্রে এতোদিন যে আত্মবিশ্বাসের সঙ্কট ছিল সোমবারের সমাবেশে দলীয় নেতাকর্মীর বিপুল উপস্থিতি সেখান থেকে কিছুটা হলেও উত্তরণ ঘটিয়েছে বলে নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে।

সরকার বিরোধী আন্দোলনের শুরু থেকেই বিএনপির জামায়াত নিভরতা নিয়ে কথা ওঠে। ১৮ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে বিএনপির ঘোষিত যে কোনো কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় নেতাদের অনুপস্থিতি ও আত্মগোপন কৌশল বারবার সমালোচিত হয়েছে। তৃণমূলেও কেন্দ্রীয় নেতাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ঘনীভূত হতে থাকে। অন্যদিকে একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত নেতাদের বাঁচাতে মরিয়া জামায়াত অব্যাহতভাবে সহিংসতা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা ১৮ দলের কর্মসূচিগুলোকেও সহিংসতার উপলক্ষ হিসেবে ব্যবহার করছে যখন বিশেষ করে ঢাকায় বিএনপি নেতাকর্মীরা রাজপথে অনুপস্থিত।

এর সঙ্গে যোগ হয়েছে অরাজনৈতিক ধর্মীয় সংগঠন হেফাজতে ইসলাম। অনেকে মনে করেন, গত ৫ মে তারা রাজধানীতে এসে যে তান্ডব চালিয়েছিল সেখানে জামায়াত-শিবিরের বড় ভূমিকা ছিল। কিন্তু তারপরও বিএনপি এ সংগঠনকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানায় যা খোদ দলের মধ্যেই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

এসব ধর্মীয় উগ্রবাদী সংগঠনের সঙ্গ ছাড়তে বারবার তাগিদ এলেও শীর্ষ নেতৃত্ব তা এড়িয়ে যায়। কিন্তু এখন এসে সে অবস্থান থেকে সরে যাচ্ছে বিএনপি। এর পেছনের কারণ হিসেবে যা দেখা হচ্ছে তা হলো- আওয়ামী লীগের 'একতরফা' নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে আন্তর্জাতিক মহল বিএনপির দাবির পক্ষেই কথা বলবে এবং সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে- এমনটাই ভেবেছিল তারা। এ লক্ষ্যে জোর কূটনৈতিক তৎপরতাও চালিয়েছে।

কিন্তু জামায়াত ও হেফাজত তাদের যে স্বরূপ দেখিয়েছে তাতে এ সংগঠনগুলোর সঙ্গে বিএনপির সংশিষ্টতা আর মেনে নিতে পারছে না আন্তর্জাতিক মহল। জামায়াতকে গণতান্ত্রিক উদারপন্থি ইসলামি রাজনৈতিক দল হিসেবে চারিত্রিক সনদপত্র দিলেও সাম্প্রতিক সহিংসতার কারণে যুক্তরাষ্ট্র বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করছে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। আর ১৮ দলে যেসব ইসলামি দল রয়েছে তাদের নেতারা সরাসরি হেফাজতের সঙ্গে সংশিষ্ট। অনেকে নেতৃস্থানীয়।

এসব কারণে এখন শুধু জামায়াতে ইসলামী নয় জোটভুক্ত ইসলামি দলগুলোকেও দূরে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করছে বিএনপি।

জানা যায়, বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলোর চাপের মুখে জামায়াতকে এড়িয়ে চলার সিদ্ধান্ত নেয় বিএনপি। সেজন্য ১৮ দলের পক্ষ থেকে গত ১৫ জানুয়ারি সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া সোমবারের গণসমাবেশের ঘোষণা দিলেও হঠাৎ করেই রোববার সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনে এই কর্মসূচি বিএনপির একার বলে ঘোষণা দেয়া হয়। এর পরপরই জোটের শরিকরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে সমাবেশে যোগ দেয়ার কথা জানান।

সূত্রে জানা গেছে, জামায়াতে ইসলামীসহ ইসলামি দলগুলোকে এড়িয়ে চলার কৌশল হিসেবেই সোমবার রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে একাই বিশাল সমাবেশ করে বিএনপি। এতে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়। গত পাঁচ বছরের মধ্যে এ-ই প্রথম জামায়াতকে ছাড়া বিএনপির সমাবেশ এটি। সর্বশেষ গত ২৫ অক্টোবর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত সমাবেশেও জামায়াত-শিবিরের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনীয়। সেই সমাবেশসহ প্রতিটি সমাবেশে খালেদা জিয়া গ্রেপ্তার জামায়াত নেতাকর্মীদের মুক্তির দাবিসহ তাদের পক্ষে বিভিন্ন বক্তব্য দেন। কিন্তু সোমবারের সমাবেশে জামায়াত প্রসঙ্গে একটি কথাও বলেননি তিনি।

এর আগের সব সমাবেশে জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীদের ব্যানার ফেস্টুন প্যাকার্ড নিয়ে সমাবেশের সম্মুখভাগ দখল করতে দেখা গেলেও সোমবারের চিত্র ছিল ভিন্ন। এদিন তাদের কোনো নেতাকর্মীকে ব্যানার ফেস্টুন হাতে উপস্থিত হতে দেখা যায়নি। গুটিকয়েক যারা ছিল তারা জানান, দলের পক্ষ থেকে নয় শুধু খালেদা জিয়ার বক্তব্য শুনতেই সমাবেশে এসেছেন।

এছাড়া জোটের বিগত সব কর্মসূচিতে খালেদা জিয়ার পরের আসনটি এলডিপির চেয়ারম্যান কর্নেল (অব.) অলি আহমেদের জন্য নির্ধারিত থাকতো। তার পরের আসনটি থাকতো জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতার জন্য। সোমবার ওই আসনে জায়গা পেয়েছেন জাতীয় পার্টির একাংশের চেয়ারম্যান কাজী জাফর আহমেদ।

সমাবেশে শরিক দলগুলোর মধ্যে বক্তব্য দেন- অলি আহমেদ, কল্যাণ পার্টির সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহীম, জাগপার শফিউল আলম প্রধান। এনপিপির শেখ শওকত হোসেন নিলু, লেবার পার্টির মোস্তাফিজুর রহমান ইরান, ইসলামিক পার্টির অ্যাডভোকেট আবদুল মবিন, এনডিপির খন্দকার গোলাম মোর্তজা, ন্যাপের জেবেল রহমান গাণি, ইসলামী ঐক্যজোটের সহসভাপতি আবুল হাসনাত আমিনী প্রমুখ উপস্থিত থাকলেও তারা বক্তব্য দেননি। ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ নেজামী উপস্থিত ছিলেন না।

জামায়াতকে ছাড়া বিএনপি কোনো কর্মসূচি সফল করতে পারে না। বিএনপি জামায়াতের 'বি' টিম। দ্বিতীয় বৃহত্তম এ রাজনৈতিক দলটি জামায়াতের মতো একটি সাম্প্রদায়িক দলের ওপর নিভরশীল হয়ে পড়েছে। তাদের পরামর্শেই গত ৫ জানুয়ারির সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়নি তারা। এমন নানা কথা সমালোচকদের মুখে মুখে। এ নিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগও কম কটাক্ষ করছে না। কিন্তু সোমবারের সমাবেশে লক্ষাধিক নেতাকর্মীর উপস্থিতি প্রমাণ করে দিয়েছে বিএনপি একাই স্বয়ংসম্পূর্ণ- এমন আত্মবিশ্বাসের কথাই জানালেন সমাবেশে আসা তৃণমূল নেতাকর্মীরা। জামায়াতকে ত্যাগ করার পক্ষেও মত দেন তারা।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, আপাতত জামায়াতকে ছাড়াই রাজপথে কর্মসূচি পালন করে শক্তি প্রদর্শন করতে চায় বিএনপি। তবে জামায়াতকে এখনই জোট থেকে বাদ দেয়ার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। যেহেতু জামায়াতের সঙ্গে বিএনপির দীর্ঘ দিনের রাজনৈতিক জোট তাই পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেবেন বিএনপি চেয়ারপারসন। সময় বুঝে জামায়াত ত্যাগ করবেন এমন ইঙ্গিত খালেদা জিয়া সম্প্রতি এক বিদেশি পত্রিকাকে বলেছেনও।

তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাকা মহানগরের এক জামায়াত নেতা বিএনপির এমন অবস্থানের খবর উড়িয়ে দিলেন। তিনি বলেন, 'বিএনপি জামায়াতকে ছেড়ে দিচ্ছে এসব সাময়িক রটনা। বিএনপি জামায়াতকে ছাড়বে না। রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূলে এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এও বললেন যে, 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জামায়াত সাংগঠনিকভাবে অনেক শক্তিশালী দল। তাই বিএনপি-জামায়াতের জোট ভেঙে গেলেও জামায়াতের কোনো ক্ষতি হবে না।'

বিএনপি জামায়াতকে ছেড়ে দিলে আওয়ামী লীগ জামায়াতের সঙ্গে ফের জোট করতে পারে বলেও দাবি করলেন তিনি। অবশ্য ক্ষমতার রাজনীতিতে জামায়াত নেতার এ দাবিকেও উড়িয়ে দেয়া যায় না!